চতুর্দশ দারস্ — الدرس الرابع عشر

শির্ক ও তার প্রকার — الشرك وأنواعه

শির্ক হলো বান্দার আল্লাহর রুবূবিয়্যাতে অথবা তাঁর উলূহিয়্যাতে কিংবা তাঁর নাম ও গুণাবলীতে শরীক স্থির করা। এই শির্ক দু'প্রকারের, বড় শির্ক এবং ছোট শির্ক।

প্রথমতঃ বড় শির্কঃ বড় শির্ক হলো ইবাদতের কোন কিছুকে গাইরুল্লাহর নামে সম্পাদন করা। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাওবা না করে মারা গেলে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। অনুরূপ এই শির্ক কর্মসমূহকেও নষ্ট করে দিবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]

"তারা যদি অংশী স্থাপন (শির্ক) করত, তাহলে তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হত।।" (সূরা আনআম ৮৮)
বড় শির্ক থেকে নিষ্ঠার সাথে তাওবা না করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন না। তিনি বলেন,

﴿ إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً ﴾

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করলো, সে যেন অপবাদ আরোপ করলো।" (সূরা নিসাঃ ৪৮) আর বড় শির্কের প্রকারসমূহের মধ্যে হলো, গাইরুল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা অথবা গাইরুল্লাহর জন্য মানত করা কিংবা গাইরুল্লাহর নামে জবাই করা বা অন্যান্যদের আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত ক'রে তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করা, যেমন আল্লাহর প্রতি করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ﴾ [البقرة:١٦٥]

আর কোন কোন লোক আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে (আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মত ভালবাসে।" (সূরা বাক্বারা ২৭৬)

দ্বিতীয়তঃ ছোট শির্কঃ

ছোট শির্ক হলো কুরআন ও হাদীসে যাকে শির্ক নামে আখ্যায়িত করছে। তবে তা বড় শির্কের পর্যায়ভুক্ত নয়। এই প্রকারের শির্ক মিল্লাতে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না। কিন্তু তা তাওহীদে কমতি আনে। যেমন স্বল্প পরিমাণ 'রিয়া' (লোক দেখানো কোন কাজ) অথবা যা বড় শির্কের মাধ্যম হয়, কিন্তু সে পর্যন্ত পৌঁছে না। যেমন কবরের নিকট নামায পড়া এবং এই বিশ্বাস নিয়ে গায়রল্লাহর নামে কসম খাওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ উপকার ও অপকার করতে পারে না ও বলা যে, আল্লাহ এবং অমুক চাইতো ইত্যাদি। কেননা, (রিয়া যে ছোট শির্ক তার দলীল) রাসূল-ﷺ-বলেন, "তোমাদের উপর আমি যে জিনিসের সব থেকে বেশী আশঙ্কা করি তা হলো ছোট শির্ক। আর এই ছোট শির্ক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তা হলো, 'রিয়া' (লোক দেখানো কাজ)।" তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর শপথ গ্রহণ করলো, সে শির্ক করলো।" ও(আবূ দাউদ ২৮২৯) আর ছোট শির্কেরই পর্যায়ভুক্ত কার্যকলাপ হলো, রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ দূরীকরণের জন্য বা তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাবিজ, মাদুলি এবং বালা ও সুতা ইত্যাদি ব্যবহার করা। কিন্তু যদি এগুলো এই বিশ্বাস নিয়ে ব্যবহার করে যে, এগুলোই উপকার ও অপকার করতে পারে, এগুলো কেবল মাধ্যমই নয়, তাহলে তা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত হবে।